সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২২০

WEEKLY BOOKLET: 220

শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা,
হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার**
কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ এর বাণীর লিখিত পুষ্পধারা

دامت برکاتہم العالیہ

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট মহিলাদের ব্যাপারে উপস্থাপিত প্রশ্নাবলী

- ইসলামী বোনদের WhatsApp ব্যবহার করা কেমন?
- "১০ বিবিদের কাহিনী" এর শরয়ী ভিত্তি
- নিজের নামের সাথে আমীর নাম লাগানো কেমন?
- নামুহরিমের হাঁচি ও সালামের উত্তর দেয়ার পদ্ধতি

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই পুস্তিকাটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট উপস্থাপিত প্রশ্নাবলী ও এর উত্তর সম্বলিত

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট মহিলাদের ব্যাপারে উপস্থাপিত প্রশ্নাবলী

জা'নশিনে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়া: **হে আল্লাহ পাক!** যে ব্যক্তি এই "আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট উপস্থাপিত মহিলাদের ব্যাপারে প্রশ্নাবলী" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে তার পরিবারের মহিলাদেরকে শরীয়াতের সীমার ভেতর থেকে দ্বীনি বিধানাবলীর উপর আমল করানোর তৌফিক দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: আমার একজন ইসলামী ভাই ছিলো, মৃত্যুর পর আমি তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: مَافَعَلَ اللّٰهُ بِكَ ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? উত্তর দিলো: **আল্লাহ পাক** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কোন আমলের কারণে? বলতে লাগলো: আমি হাদীস লিখতাম, যখনই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

www.dawateislami.net

কল্যাণময় আলোচনা আসতো আমি সাওয়াবের নিয়্যতে "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم" লিখতাম, এই আমলের বরকতে আমার ক্ষমা হয়ে গেলো। (আল কওলুল বদী, ৪৬৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামুহরিমের সাথে ভাই বোনের সম্পর্ক বানানো কেমন?

প্রশ্নঃ নামুহরিমের সাথে পাতানো ভাই বোনের সম্পর্ক খুব দ্রুত হয়ে যায়, যদি সংশোধনের নিয়্যতে বুঝানো হয় যে, এরূপ করা ঠিক নয় তবে উত্তর দেয়া হয় যে, সে তো আমার ছেলের মতো বা সে তো আমার ভাইয়ের মতো, ইসলামে কি এরূপ নামুহরিমের সাথে ভাই বোনের সম্পর্ক বানানো জায়িয আছে?

উত্তরঃ নামুহরিমকে ভাই বা বোন বানানোর প্রয়োজন নেই, কুরআনে করীমেই এরূপ বানিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে: (اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ) (পারা ২৬, হুজরাত, আয়াত ১০) "**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** মুসলমান মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই।" এভাবে প্রত্যেক মুসলমান মহিলা মুসলমান পুরুষের ভাই, কিন্তু যেহেতু নামুহরিম, তাই পর্দা করা ফরয। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২/২৪০) আর যদি পাতানো ভাই বোন হয়ে যায় তবুও পর্দা বাতিল হবে না। পাতানো ভাই বোন বানানোর

www.dawateislami.net

এই ক্ষতি হবে যে, নির্ভিকতা ও কুদৃষ্টি বৃদ্ধি পাবে আর "না হওয়ার কাজ হয়ে যাবে।" মহিলাদের জন্য কুরআনুল করীম এই নির্দেশ দিয়েছে যে, তারা যেনো পর পুরুষের সাথে এমন নম্র ও নমনীয় কথাবার্তা না বলে, যার ফলে অন্তরের রোগী ও নোংরা মানসিকতার লোকেরা প্রলুব্ধ হয়।[১] এই কারণে মহিলাদের উচিৎ, নামুহরিমের সাথে কথা বলতে হলে তবে এমন আওয়াজ রাখা, যাতে নম্রনীয়তা না থাকে, বরং একেবারে নরমাল হওয়া, মুচকী হাসবে না, হাসবেও না আর না এমন লিফট দিবে যে, যার ফলে সম্বোধিত ব্যক্তি আশংকায় পড়ে যায়। তবে এরূপ যেনো না হয় যে, সম্বোধিত ব্যক্তির রাগ এসে যায় আর সে ঝগড়া করা শুরু করে। এখন তো প্রিয় মাতৃভূমির অবস্থাও অনেক খারাপ হয়ে গেছে। কোন নামুহরিমকে আন্টি (Aunty), কাউকে আঙ্কেল (Uncle) আর কাউকে Sister (অর্থাৎ বোন) বানিয়ে রেখেছে। দূর্লভ ও বিরল কোন পরিবার হয়তো শরয়ী পর্দা করছে। দেবর ও ভাবী সব জায়গায় "ছোট ভাই ও বড়

---

১. (اِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِیْ فِیْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿۳۲﴾) (পারা ২২, আহযাব, আয়াত ৩২) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** যদি **আল্লাহকে** ভয় করো তবে কথায় এমন কোমলতা অবলম্বন করো না যেনো অন্তরের রোগী কিছু লোভ করে; হ্যাঁ, ভালো কথা বলো।

www.dawateislami.net

বোন” হিসেবে থাকছে। অনুরূপভাবে ভগ্নিপতি (বোনের স্বামী) ও স্ত্রীর বোনের (শালি) মাঝে পর্দা থাকে না। একই অফিস ও ফ্যাক্টিরীতে He ও She (অর্থাৎ ছেলে ও মেয়ে) জড়ো হয়ে থাকে এবং বেপর্দা মিলেমিশে কাজ করছে। এখন তো Sales girlsও (অর্থাৎ মালামাল বিক্রির চাকুরী করা মহিলা) এসে গেছে আর বাসের কন্ডাক্টর (Conductor) হিসেবে মহিলারা কাজ করা শুরু করেছে। **আল্লাহ পাক** নিরাপদ ও শান্তিতে রাখো। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ১০২ পর্ব)

ইসলামী বোনদের WhatsApp ব্যবহার করা কেমন?

প্রশ্নঃ ইসলামী বোনেরা কি দ্বীনি কাজের উদ্দেশ্যে যোগাযোগের জন্য WhatsApp এ অডিও বার্তা দিতে পারবে?

উত্তরঃ ইসলামী বোনেরা প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য Message করবে। কোন ইসলামী বোনের WhatsApp এ অডিও বার্তা (Audio Message) দেয়ার মাদানী মারকাযের পক্ষ থেকে অনুমতি নেই, যদিও যাকে দিচ্ছে সেও ইসলামী বোন হয় তবুও নিজের কণ্ঠে বার্তা রেকর্ড করে পাঠাবে না। এই কারণেই যে, এখানে এরূপ সম্ভাবনা থাকে যে, এই ইসলামী বোনের ঘরে পুরুষদের নিকট এই আওয়াজ পৌঁছে যাবে। ইসলামী বোনদের তো এমনিতেই স্যোশাল মিডিয়া থেকে দূরে থাকা উচিৎ বরং ইসলামী ভাইয়েরাও প্রয়োজন ও

www.dawateislami.net

সতর্কতার সহিত ব্যবহার করুন। এই কারণেই যে, স্যোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে বড় বড় পর্দানশিনদের পর্দা ফাঁস হয়ে যায়। কোন সম্মানিত ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত বৈঠকে রসিকতা করে বা এমনিতেই যেকোন কথা বলে দেয় কিন্তু স্যোশাল মিডিয়ায় আসার পর সেই সামান্য কথা ঝড়ের রূপ ধারন করে নেয় অতঃপর সেই সম্মানিত ব্যক্তি নিজের পাগড়ী খুলতে দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায় আর কিছুই করতে পারে না। যাইহোক প্রত্যেককেই প্রতিটি কথা চিন্তাভাবনা করেই বলা উচিৎ, এই কারণেই স্যোশাল মিডিয়ায় রেকডিং না হলেও তো দু'জন নিষ্পাপ ফিরিশতা অর্থাৎ কিরামান কাতেবীন তো প্রত্যেকের কথা ও কর্ম লিখছেনই।[১]

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৯ম পর্ব)

কন্যা সন্তানের নাম "আজওয়া" রাখা কেমন?

প্রশ্নঃ কন্যা সন্তানের নাম "আজওয়া" রাখা কেমন?

উত্তরঃ "আজওয়া" মদীনা পাক বরং দুনিয়ার সবচেয়ে উন্নতমানের খেজুর, এই হিসেবে নাম রাখাতে কোন সমস্যা নেই। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১০২ পর্ব)

---

১. **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: (وَ اِنَّ عَلَیْكُمْ لَحٰفِظِیْنَ ۙ كِرَامًا كَاتِبِیْنَ ۙ یَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝) (পারা ৩০, আল ইনফিতার, ১০-১২) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** আর নিশ্চয় তোমাদের উপর কিছু সংখ্যক রক্ষনাবেক্ষণকারী রয়েছে; সম্মানিত লিখকগণ; তারা জানে যা কিছু তোমরা করো।

www.dawateislami.net

বর কনে একে অপরের উপহার ব্যবহার করা কেমন?

প্রশ্নঃ বিবাহের সময় বর বা কনে যেই উপহার সামগ্রী পায়, তাতে কি উভয়ের অধিকার রয়েছে? নাকি যে উপহার পেয়েছে শুধু তারই অধিকার থাকবে?

উত্তরঃ যে উপহার পেয়েছে সেই উপহারের মালিক। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২/৩০১) তার অনুমতি ব্যতীত সেই জিনিস ব্যবহার করা যাবে না। তবে যদি একে অপরকে আনন্দচিত্তে দিতে চায় তবে নিষেধ নয়। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১০৫ পর্ব)

স্বামী স্ত্রী একে অপরের প্রতি সুধারণা রাখুন

প্রশ্নঃ আমি আমার স্ত্রীর প্রতি অনেক সন্দেহ করি, অথচ আমার কাছে কোন প্রমাণ নেই। এর কোন সমাধান বলে দিন। (SMS এর মাধ্যমে করা প্রশ্ন)

উত্তরঃ যদি এই সন্দেহ কুধারণার পর্যায়ে আর অপরের সামনে তা প্রকাশও করা হয়েছে, তবে তাওবা করা ফরয। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৩/৬১৪। বাহারে শরীয়াত, ১৩তম অংশ, ৩/৫৩৮) কুধারণা হলো অন্তরের গীবত। (ইহইয়াউল উলুম, ২/২২১) যদি শুধুমাত্র সন্দেহ সৃষ্টি হয় আর তা বান্দা এড়িয়ে যেতে থাকে তবে এতে কোন গুনাহ হবে না। (উমদাতুল কারী, ১৪/৯৬, ৫১৪৩নং হাদীসের পাদটিকা) কুধারণা

www.dawateislami.net

থেকে সর্বাবস্থায় বাঁচতেই হবে, কেননা হাদীসে পাকে রয়েছে: "حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ মুসলমানের ব্যাপারে ভাল ধারণা করা উত্তম ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত।" (আবু দাউদ, ৪/৩৮৭, হাদীস ৪৯৯৩) এই কারণে ভাল ধারণা রাখতেই হবে, এটা আবশ্যক। বরং আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মুমিনের ব্যাপারকে ভাল দিক দিয়ে বিবেচনা করা ওয়াজিব। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫/৩২৪) অর্থাৎ মুসলমানের যেকোন বিষয়ে গুনাহে ভরা দিক টেনে আনা উচিৎ নয়, বরং আবশ্যক যে, ভাল দিক অন্বেষণ করা আর যদি ভাল দিক পাওয়া যায় তবে তাই OK করা।

বুখারী শরীফে হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর একটি ঘটনা রয়েছে। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام কাউকে চুরি করতে দেখলেন তখন তাকে বললেন: হে লোক! তুমি কি চুরি করোনি? সে বললো: ওয়াল্লাহ (অর্থাৎ **আল্লাহ**র শপথ)! আমি চুরি করিনি। যখন সেই ব্যক্তি শপথ করলো তখন তাঁর মাঝে **খোদাভীতি** প্রাধান্য বিস্তার করলো এবং হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: আমার চোখ ধোঁকা খেয়েছে।" (বুখারী, ২/৪৫৮, হাদীস ৩৪৪৪)

এটা কত বড় উৎকর্ষময় ব্যাপারে যে, একজন মুমিন **আল্লাহ**র শপথ করছে, আর আমি কিভাবে বলবো যে, "তুমি

www.dawateislami.net

মিথ্যা শপথ করছো।” এতে আমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে যে, যতটুকু সম্ভব হয় সুধারণাই পোষণ করতে হবে। যেমন; আমরা কাউকে ১০০ টাকার পতিত নোট নিতে দেখলাম, তখন এরূপ ভাবার পরিবর্তে যে, “সে চুরি করছে” এটা ভাববো যে, “হয়তো তারই হবে আর পড়ে গেছে।” যদি সুধারণার কোন দিক বের করা যায় তবে বের করা।

মুমিনের ব্যাপারে সুধারণা রাখা উচিৎ আর স্বামী স্ত্রীর তো সুধারণা রাখা আরো বেশি প্রয়োজন, কেননা তবেই ঘর চলবে, অন্যথায় ঘর ভেঙ্গে যাবে, কেননা সন্দেহের ভিত্তিতে তালাক হয়ে যায়। আমি এরূপ দেখেছি। এক লোক ছিলো, তারও তার স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ ছিলো, তার ভাই আমাকে তার সাথে সাক্ষাত করালো, আমি তাকে অনেক বুঝিয়েছি, কিন্তু সে বললো: আমার সন্দেহ শেষই হচ্ছে না। অবশেষে সে বেচারীকে তিন তালাক দিয়ে দিলো। যদি সে আসলেই কোন ভুল করেও থাকে তবে সে ব্যাপারে কিয়ামতের দিন আপনাকে তো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। আপনি তো সুধারণাই রাখুন। যদি স্ত্রী বেলকনিতে দাঁড়ায় তবে এই কুধারণা কেন করছেন যে, “সামনের ঘরে যে থাকে তার সাথে দৃষ্টি বিনিময় করছে বা তার সাথে স্ত্রীর সেটিং হয়ে গেছে।” অথচ সেই বেচারী এব্যাপারে জানেই না হয়তো।

www.dawateislami.net

অনুরূপভাবে স্ত্রীও স্বামীর ব্যাপারে কুধারণা করবে না যে, "সে অমুকের সাথে সেটিং করছে, ফোনে দীর্ঘক্ষণ তার সাথেই কথা বলছে, ঐ পেত্নির সাথে তার যোগাযোগ রয়েছে, তার সাথেই লেগে থাকে।" এখন যেই বেচারীকে সে পেত্নি বলছে, সে এ সম্পর্কে কিছুই জানেনা। স্বামী তার কোন বন্ধুর সাথে ব্যবসার কথা বলছিলো আর সে মনে করছে যে, তার সাথে কথা বলছে। এভাবে শয়তান ঝগড়া বাধিয়ে দেয়।

আমার একটি বর্ণনা মনে পড়ছে, যার সারমর্ম এরূপ যে, "শয়তান তার আসন সমুদ্রে বিছায়, তার চেলারা জড়ো হয়, অতঃপর সে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমরা কি করেছো? কেউ বলে: মদ পান করিয়েছি, কেউ বলে: মিথ্য বলিয়েছি। অতঃপর একজন বলে: আমি স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ করিয়েছি। একথা শুনে শয়তান উঠে আর সম্মানের সহিত তাকে নিজের সাথে আসনে বসিয়ে বলে: কাজ ব্যস তুমিই করেছো।" (মুসলিম, ১১৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭১০৬) এভাবে শয়তান তার প্রতি খুশি হয়। যার যা পছন্দ হয়, সে তা অর্জনে বেশি চেষ্টাও করে থাকে। আপনার যা কিছু পছন্দ, আপনি অবশ্যই চাইবেন যে, তা আমি পেয়ে যাই এবং তার জন্য চেষ্টাও করবে। শয়তানের পছন্দ হলো: স্বামী স্ত্রী ঝগড়া করুক এবং তাদের মধ্যে তালাক হয়ে যাক। এর জন্য প্রথমে গুনাহ ও

www.dawateislami.net

গীবতের দরজা খুলে দেয়, স্বামী স্ত্রী একে অপরের প্রাণের শত্রু হয়ে যায় অতঃপর তালাক হয়ে যায়। আপনি আপনার মন থেকে সন্দেহ একেবারেই বের করে দিন এবং স্ত্রীর জন্য দোয়া করুন। এরূপ মানসিকতা বানিয়ে নিন যে, আমার স্ত্রী اَلْحَمْدُ لِلّٰه ভালই, কেননা সে **আল্লাহ পাকের** নাম নেয় ও নামায পড়ে। ধরুন নামায যদি নাও পড়ে তবে মুসলমান তো। আপনি প্রচেষ্টা করে তাকে নামাযে লাগিয়ে দিন আর নিজেও নামায পড়ুন, এভাবে নেকী করুন ও পরস্পর প্রেম ভালবাসা সহকারে থাকুন, অন্যথায় এভাবে সন্তানেরাও ধ্বংস হয়ে যায় আর যখন ঘর ভেঙ্গে যায় তখন তারা দ্বারে দ্বারে ঘুরতে থাকে। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে ঝগড়া থেকে বিরত রাখুন আর হায়! যদি সকল মুসলমানের ঘর শান্তির নীড়ে পরিণত হয়ে যেতো। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১০৫ পর্ব)

নিজের স্ত্রীর সাথে সদাচরন করুন

প্রশ্নঃ যদি স্বামী তার স্ত্রীর সাথে নম্র আচরণ করে তবে লোকেরা বলে তুমি "বউয়ের মুরীদ" হয়ে গেছো, এর সমাধান কি?

উত্তরঃ যদি কোন ব্যক্তি খোদাভীতির কারণে নিজের স্ত্রীর সাথে সদাচরন করে বা তার সাথে নম্র আচরণ করে এবং

www.dawateislami.net

লোকেরা তাকে "বউয়ের মুরীদ" হওয়ার বিদ্রুপ করে তবে নিঃসন্দেহে তা তার মনকষ্টের কারণে হবে। কিন্তু স্বামীর উচিৎ, নিজের স্ত্রীর সাথে সদাচরন করতে থাকা, মানুষের কোন কথায় মন খারাপ না করা এবং কোন অবস্থাতেই আচরণে পরিবর্তন না আনা বরং আরো নম্র আচরন করা। বর্তমানে মানুষের আচরণ একেবারেই পরিবর্তন হয়ে গেছে, বিশেষত নিজের স্ত্রীর সাথে তাদের আচরন একেবারেই বলার মতো নয়। এরপরও তারা নিজের স্ত্রী থেকে ক্ষমা প্রার্থনাকে নিজের সম্মানের পরিপন্থি মনে করে, অথচ স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করা হলে তবে ক্ষমা প্রার্থনা করা ওয়াজিব। তাদের উচিৎ, নিজের স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকা। এটা জরুরী নয় যে, অত্যাচার করলে তবেই ক্ষমা চাইবে বরং সতর্কতা মূলক ক্ষমা চেয়ে নেয় তবুও সমস্যা নেই বরং সতর্কতা মূলক ক্ষমা চাওয়া স্বামী স্ত্রীর মাঝে ভালবাসা বৃদ্ধির কারণ। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার অভ্যাস যে, আমি সতর্কতা মূলক ক্ষমা চাইতে থাকি, যেমন; কোন বড় রাত বা বড় দিন এলে তখন আমি ক্ষমা চাওয়ার ব্যবস্থা করে নিই, এতে কোনভাবেই কারো সম্মান কমে যায় না আর না কারো মর্যাদা কমে যায়।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১০৫ পর্ব)

www.dawateislami.net

তালাক সম্পর্কে ভাবলে কি তালাক হয়ে যায়?

প্রশ্নঃ তালাক সম্পর্কে ভাবলে কি তালাক হয়ে যায়?

(Facebook এর মাধ্যমে আব্দুর রশিদের প্রশ্ন)

উত্তরঃ জি না, তালাক সম্পর্কে ভাবলে তালাক হয়না।[১] তালাকের মাসআলার ব্যাপারে মাদানী মুযাকারায় প্রশ্ন করবেন না, এর উত্তর এখানে দেয়া হয়না। অনেক সময় মানুষ একটি জিজ্ঞাসা করে আর গিয়ে অন্যকিছু করে দেয়, তাই "দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত" উভয়কেই ডাকে এবং উভয়ের কথা শুনে অতঃপর তালাকের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১১১ পর্ব)

বিয়ের পর স্বামীর নাম নিজের নামের সাথে লাগানো কেমন?

প্রশ্নঃ মুসলমান মহিলারা কি বিবাহের পর পিতার নামের পরিবর্তে স্বামীর নাম নিজের নামের সাথে লাগাতে পারবে?

(SMS এর মাধ্যমে প্রশ্ন)

উত্তরঃ এতে শরয়ীভাবে সমস্যা নেই, কিন্তু Risk (অর্থাৎ ঝুকি) রয়েছে যে, যদি ঘর না চলে এবং স্বামী "One Two Three" করে দেয় (অর্থাৎ তালাক দিয়ে দেয়) তবে এখন

১. আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মনে মনে তালাক দেয়াতে হয়না, যতক্ষণ মুখে বলবে না। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১২/৩৮১)

www.dawateislami.net

কার নাম লাগাবে? তাই পিতার নাম লাগানোতে সর্বাবস্থায় নিরাপদ। বর্তমানে তো মহিলারা তো তা স্বামীর নামেই পরিচিত হয় যে, মিসেস অমুক। যদি স্বামী "One Two Three" করে দেয় তবে মিসেস কিভাবে বলবে? বরং এখন তো তার নামের প্রতি ঘৃণা হয়ে যাবে আর পিতা পিতাই থাকে এবং তার প্রতি ঘৃণাও হয়না।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১১১ পর্ব)

মেকআপ অবস্থায় কি অযু হয়ে যাবে?

প্রশ্নঃ মেকআপ অবস্থায় কি অযু হয়ে যায়?

(স্যোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রশ্ন)

উত্তরঃ যদি এমন কোন জিনিস যার স্তর জমে আছে এবং পানি এর নিচে প্রবাহিত হয়না তবে অযু হবে না। (ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/৫। মিরাতুল মানাজিহ, ৬/১৭৫) যদি একেবারে তেলের মতো চিটচিটে হয়, যার কোন স্তর নেই এবং পানি প্রবাহিত হয়ে যায় তবে অযু হয়ে যাবে। যদি ঘি এর স্তর জমা হয় তবে অযু হবে না, কেননা এর নিচে পানি প্রবাহিত হবে না, যদি ঘি তেলের মতো হয় এবং জমা না হয় তবে অযু হয়ে যাবে। এমন কোন জিনিস অযুর অঙ্গে হওয়া উচিৎ নয়, যার আলাদা স্তর রয়েছে আর তা উপড়ানো যায়, যেমন; শুকনো চামড়ার

www.dawateislami.net

স্তর উপড়ানো যায়। (ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/৫। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১/২৮৯-২৯০) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১১১ পর্ব)

ঘরের কথা কি অপরকে বলা উচিৎ?

প্রশ্নঃ ঘরের কথা কি অপরকে বলা উচিৎ? (এক শিশুর প্রশ্ন)

উত্তরঃ ভাল শিশুরা ঘরের কথা বাইরে বলে না এবং অপরের ঘরের অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্নও করে না। অনুরূপভাবে প্রশ্নের উত্তরে অনেক সময় হয়তো ঘরের তথ্য ফাঁস করে অথবা বান্দা মিথ্যা বলে। উভয় অবস্থায় ক্ষতি। এই কারণে বিনা প্রয়োজনে প্রশ্ন করা উচিৎ নয়। অনেকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে থাকে, যেমন; "বোন কয়জন? মেয়ে কয়জন? ছেলে কয়জন? বিয়ে কার কার হয়েছে? বাচ্চা কার কার হয়েছে? বিয়ে না হলে তবে কেন হয়নি? চেষ্টা করছেন? বয়স বেশি হয়ে যাচ্ছে, দ্রুত বিয়ে দিয়ে দিন!" ইত্যাদি। এরূপ প্রশ্নাবলী সমাজে অনেক বেশি করা হয়ে থাকে। মহিলারা একত্রে বসলে তবে তাদের আলাদা Topics (অর্থাৎ বিষয়) হবে, পুরুষরা একত্রে বসলে তবে তাদের আলাদা Topics হবে। অন্যান্যদের আলাদা Topics হবে আর শিশুদের আলাদা Topics হবে। এভাবে বিভিন্ন Topics এ পঞ্চায়েত করতে থাকে আর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে থাকে, এরূপ হওয়া উচিৎ

www.dawateislami.net

নয়। শুধু কাজের কথা বলা উচিৎ। কিয়ামতের দিন এক একটি শব্দের হিসাব দিতে হবে। (তাফসীরে রুহুল বয়ান, ১৭তম পারা, সূরা আম্বিয়া, ৪৭নং আয়াতের পাদটিকা, ৫/৪৮৬) হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই সুন্দর ঘটনা উদ্ধৃত করেন যে, এক ব্যক্তি ছিলো, যার তার স্ত্রীর সাথে সমস্যা ছিলো, তার বন্ধু জিজ্ঞাসা করলো: কি সমস্যা? সে উত্তর দিলো: ঘরের কথা বাইরে বলা ভাল কথা নয়, এটা অসভ্যতা যে, স্বামী স্ত্রীর কথা বাইরে বলা। যখন স্বামী স্ত্রী ঝগড়া বেড়ে গেলো তখন এক পর্যায়ে তালাক হয়ে গেলো। এবার তার বন্ধু বললো: এখন তো তোমার তালাক হয়ে গেছে, এখন তো বলো! সমস্যা কি ছিলো? সে উত্তর দিলো: ভাই! সে আমার জন্য একেবারেই একজন পরনারী হয়ে গেছে এবং আমি পরনারীর চক্করে পড়তে চাইনা। এভাবে সেই ব্যক্তি নিজেকে বাঁচিয়ে নিলো। (তাফসীরে নঈমী, ২য় পারা, সূরা বাকারা, ২২৯নং আয়াতের পাদটিকা, ২/৪১৭) এরূপ বিচক্ষণ লোক এখন সমাজে কতজন আছে! এখানে তো ঘর ভাঙ্গার পূর্বেই হাজারো গীবত, হাজারো অপবাদ এবং হাজারো মিথ্যা বলা হয়ে থাকে, গুনাহের ধারাবাহিকতা আলাদাভাবে শুরু হয়ে যায়, যার পর ঘর ভাঙ্গলে তো আর কথাই নেই। উভয় পক্ষ থেকে এত গুনাহ করা হয়ে থাকে যে, **আল্লাহ**র পানাহ। **আল্লাহ**

www.dawateislami.net

পাক আমাদেরকে সত্য বলার তৌফিক দান করুক। প্রত্যেক সত্যি কথাও অন্যকে বলা যায় না, কেননা কারো কারো মাঝে আসলেই দোষ থাকে আর তা বলাকে সত্যই বলা হবে, কিন্তু এতে দোষ প্রকাশ করা পাওয়া যাবে, যা গুনাহের একটি অবস্থায়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/১৬২) **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে এথেকে বাঁচারও মানসিকতা নসীব করুক।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১১২ পর্ব)

মহিলাদের দৌঁড়ানোর নির্দেশ না দেয়ার রহস্য

প্রশ্নঃ সাঈ করার সময় **"মি'লাঈনে আখদ্বারাঈন"** এ মহিলাদের দৌঁড়ানোর নির্দেশ দেয়া হয়নি, এতে রহস্য কি, অথচ হযরত সায়্যিদাতুনা হাজেরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا তো দৌঁড়ে ছিলেন?

উত্তরঃ হযরত সায়্যিদাতুনা হাজেরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ব্যাকুলতা ও দুশ্চিন্তার কারণে দৌঁড়ে ছিলেন এবং **আল্লাহ পাকের** দয়ায় তার এই কর্ম শুধু পুরুষদের জন্য অবশিষ্ট রাখা হয়েছে আর মহিলাদেরকে এথেকে বিরত করে দেয়া হয়েছে। মহিলারা যেহেতু সাধারণত দূর্বল হয়ে থাকে, সম্ভবত এই কারণে তাদেরকে দৌঁড়ানোর নির্দেশ দেয়া হয়নি। যদিও আমি মহিলাদের না দৌঁড়ানোর রহস্য কোন কিতাবে পড়িনি কিন্তু একটি রহস্য পর্দাও মনে হয় যে, যদি মহিলারা দৌঁড়ায় তবে

www.dawateislami.net

অঙ্গ নড়াচড়া করবে, যার ফলে مَعَاذَ الله পরপুরুষের জন্য কুদৃষ্টির কারণ হবে। মনে রাখবেন! শরীয়াতের কোন বিধানই রহস্য থেকে খালি নয় এবং সবচেয়ে বড় রহস্য হলো **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কোন কাজ করা বা না করার নির্দেশ দেয়া। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৮ম পর্ব)

ইসলামী বোনদের নিজের ID বানানো কেমন?

প্রশ্নঃ অনেক ইসলামী বোন ইন্টারনেটে বিনতে আত্তার ও কানিযে আত্তার ইত্যাদি নামে নিজের ফেইসবুক ID এবং পেইজ বানিয়ে থাকে, যার ফলে হয়তো অনেক অবৈধ যোগাযোগ হয়ে যায়, তাদের কি এরূপ করা সঠিক?

উত্তরঃ মহিলাদেরকে সূরা নূরের শিক্ষা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৪৫৫) আর সূরা ইউসুফের তাফসীর পড়াতে নিষেধ করা হয়েছে, কেননা এতে মহিলাদের প্রতারণার উল্লেখ রয়েছে।

অতএব আমার আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, মেয়েদেরকে সূরা ইউসুফের অনুবাদ (ও তাফসীর) পড়াবে না, কেননা এতে মহিলাদের প্রতারণার আলোচনা করা হয়েছে। (ফাতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৪৫৫) যেখানে

www.dawateislami.net

মহিলাদেরকে কুরআনুল করীমের সূরা ইউসুফের তাফসীর পড়াতে নিষেধ করা হয়েছে, সেখানে ফেইসবুক চালানোর অনুমতি কিভাবে দেয়া যাবে যে, যেখানে অশ্লিল বিষয় রয়েছে। মহিলাদের তো নিজের নামও প্রকাশ না করা উচিৎ। আমার একটাই মেয়ে, সম্ভবত তার নাম উপস্থিত কোন ইসলামী ভাই জানেইনা, কেননা আমি তার নাম বলিইনা। অনেকে সবার সামনেই নিজের স্ত্রী কন্যার নাম নিয়ে থাকে, আমার এটা পছন্দ নয়। যখন আমি কারো সামনে নিজের মেয়ের নাম নেয়া পছন্দ করিনা, তবে তার নামের পেইজ কিভাবে পছন্দ করতে পারি, যা সাধারণত অসংখ্য মন্দ ও গুনাহের সমষ্টি এবং যাতে ছবি, আওয়াজ এবং জানিনা কি কি দেয়া হয়। যাইহোক যদি কেউ "বিনতে আত্তার" নামে পেইজ খুলে এটা প্রকাশ করতে চায় যে, সে "বিনতে আত্তার" অর্থাৎ আত্তারের আসল মেয়ে, তবে তো তা হারাম ও কবীরা গুনাহ। হাদীসে পাকে এদের অভিশাপ দেয়া হয়েছে।[১] তাছাড়া যদি মানুষকে ধোঁকা দেয়ার নিয়্যতে

১. হাদীসে পাকে রয়েছে: যে কেউ নিজের পিতা ব্যতীত অপরকে বা নিজের অভিভাবক ব্যতীত অন্য কারো) সাথে সম্পর্ক হওয়ার দাবী করে তবে তার প্রতি **আল্লাহ পাক**, ফিরিশতা এবং সকল মানুষের অভিশাপ, **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন তার না কোন ফরয কবুল করবেন, না কোন নফল।

(মুসলিম, ৫৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৩২৭)

www.dawateislami.net

"বিনতে আত্তার" নামে পেইজ খুলে যে, মানুষ ধোঁকা খেয়ে তার পেইজ দেখবে তবে এমতাবস্থায় মিথ্যা ও ধোঁকার গুনাহ থেকেও তাওবা করা ওয়াজিব।

যেই সকল ইসলামী বোন নিজের নামের সাথে আত্তারীয়া, কাদেরীয়া ও রযবীয়া লিখে আইডি বানায় বা পেইজ চালায়, আমার পক্ষ থেকে তাদের জন্য সম্মতি নেই ও উৎসাহও নেই। যে সকল ইসলামী বোন আসলেই আত্তারীয়া আর যাদের মূলে আত্তারীয়াত অন্তর্ভূক্ত, তাদের আমার পক্ষ থেকে পেইজ চালানোর অনুমতিই নেই বরং যদি আত্তারীয়া নাও হয়, যারাই আমার ভক্ত ও ভালবাসা পোষণকারীনি মুসলমান মাদানী কন্যা রয়েছে, তারা পেইজ চালাবে না। মহিলাকে আরবীতে **"আওরাত"** বলা হয়, আর **"আওরাত"** এর শাব্দিক অর্থই হলো গোপন করার বস্তু, অতএব মহিলাদের জন্য চাদর ও চার দেয়ালই যথেষ্ট। **বাহারে শরীয়াতে** রয়েছে: মহিলাদের আওয়াজও **"আওরাত"**, অর্থাৎ পরপুরুষকে বিনা প্রয়োজনে শুনানোর অনুমতি নেই। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ১/৫৫২) অতএব সেজেগুঁজে পেইজে আসা এবং গলিতে বাজারে ঘুরা ফেরা লজ্জাশীলা মহিলার কাজ নয়। ইসলামী বোনদের প্রতি আমার মাদানী অনুরোধ যে, তারা যেনো কারো পেইজে লাইকও না করে, কেননা এটা

www.dawateislami.net

অনুপযুক্ত। ইন্টারনেট চালানো ও স্যোশাল মিডিয়ার দিকে যাওয়া ইসলামী বোনের কাজই নয়, অতএব যতটুকু সম্ভব তা থেকে বিরত থাকুন।

আত্তারের দোয়া

হে **আল্লাহ পাক**! আমার যেই মাদানী কন্যা নিজের পেইজ বন্ধ করে দেয় ও যারা নিজেদের পেইজ খোলার কথা ভাবছে তারা তা থেকে বিরত থাকে আর যারা পূর্বে থেকেই বিরত রয়েছে তাদের সবাইকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাতুল ফিরদাউসে খাতুনে জান্নাত, বিবি ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর প্রতিবেশিত্ব নসীব করো।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৮ম পর্ব)

মাদানী মুন্নিদের (ছোট কন্যাদের) নাম “শুকরিয়া” রাখা কেমন?

প্রশ্নঃ কোন মাদানী মুন্নির (ছোট কন্যা সন্তানের) নাম কি “শুকরিয়া” রাখা যাবে?

উত্তরঃ “শুকরিয়া” নাম রাখাতে তো কোন সমস্যা নাই, কিন্তু এই নামের কোন ফযীলতও নেই, বরং হতে পারে এই

www.dawateislami.net

নাম রাখাতে মানুষ ঠাট্টা করবে এবং যখন এই মাদানী মুন্নি বড় হবে তখন হয়তো এই নামের কারণে সে সমস্যার সম্মুখিন হতে পারে। এরূপ নাম রাখার পরিবর্তে উত্তম হলো যে, মাদানী মুন্নার (পুত্র সন্তানের) নাম আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এবং সাহাবায়ে কিরাম ও বুযুর্গানে দ্বীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ اَجْمَعِین আর মাদানী মুন্নিদের (কন্যা সন্তানের) নাম সাহাবীয়া ও অলীয়্যাগণের رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُنَّ নামে রাখা।

উম্মুল মুমিনিনের অতুলনীয় পর্দা

উম্মুল মুমিনিন হযরত সাওদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا কে আরয করা হলো: আপনার কি হয়ে গেছে যে, আপনি না হজ্ব করছেন, না ওমরা? হযরত সাওদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا উত্তর দিলেন: আমি হজ্বও করে নিয়েছি আর ওমরাও। **আল্লাহ পাক** আমাকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমি যেনো ঘরেই থাকি। **আল্লাহ**র শপথ! আমি দ্বিতীয়বার আর ঘর থেকে বের হবো না। বর্ণনাকারী বলেন: **আল্লাহ**র শপথ! তিনি নিজের দরজা থেকে বাইরে আসেননি, এমনকি সেখান থেকে তাঁর জানাযা বের হয়ে গেলো। (দুররে মনসুর, ২২তম পারা, আহযাব, ৩৩নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/৫৯৯) আপনারা দেখলেন তো! উম্মুল মুমিনিন হযরত সাওদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا এর কিরূপ মুবারক চিন্তা ভাবনা ছিলো যে, একবার

www.dawateislami.net

ফরয হজ্ব করার পর শুধুমাত্র পর্দার কারণে নফল হজ্ব করেননি, অথচ সেই সময় এখনকার মতো ভীড় ছিলো না। অতএব ইসলামী বোনদের উচিৎ, হারামাইনে তায়্যিবাইনে পর্দা করার পাশাপাশি সব জায়গায় নিজের পর্দা করাকে নিশ্চিত করা। তাওয়াফেও যথাসম্ভব পুরুষের সাথে ধাক্কা লাগা থেকে নিজেকে বাঁচান। ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের জন্য নিজের চেহারা খোলা রাখা আবশ্যক হয়ে থাকে, কিন্তু পর্দা তবুও করতে হবে। অতএব কোন কিতাব বা কাগজ ইত্যাদি দ্বারা নিজের চেহারাকে আড়াল করে রাখুন। অনেক ইসলামী বোন এমন টুপি পরিধান করে, যার সামনে কাপড় ঝুলানো থাকে, এতেও পর্দা হয়ে যাবে কিন্তু এতে সমস্যা হলো যে, ঘাম মুছার সময় বা বাতাসের কারণে সেই কাপড় যতবার চেহারার সাথে লাগবে ততবার কাফফারা আবশ্যক হয়ে যাবে। অতএব এই পেরেশানি থেকে বাঁচার জন্য কাগজ বা কিতাবের আড়ালে চেহারা গোপন করা উত্তম।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৮ম পর্ব)

স্বামী স্ত্রী কি জান্নাতে একত্রে থাকবে?

প্রশ্নঃ স্বামী স্ত্রী উভয়ে কি জান্নাতে এক সাথে থাকবে?

উত্তরঃ জি, হ্যাঁ! যদি স্বামী স্ত্রীর মৃত্যু ঈমানের উপর হয়, তবে তারা উভয়ে জান্নাতে একসাথে থাকবে। (আত তাযকিরাতু বা

www.dawateislami.net

হাওয়ালুল মুতী ওয়া উমুরীর আখিরাতি, ৪৬২ পৃষ্ঠা) যদি তাদের মধ্যে কারো مَعَاذَ الله ঈমান নিরাপদ না থাকে তবে দোযখ তার ঠিকানা হবে এবং যারা জান্নাতে যাবে তাদের মধ্যে অন্য কোন জান্নাতীর সাথে বিবাহ হয়ে যাবে। জান্নাতে গমনকারীদের নিজের অপর অংশীদারের বিচ্ছেদের কোন দুঃখ ও বেদনাও থাকবে না, কেননা জান্নাত দুঃখ ও বেদনার স্থান নয়।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৮ম পর্ব)

"১০ বিবিদের কাহিনী" এর শরয়ী ভিত্তি

প্রশ্ন: যদি কেউ মান্নত করলো যে, আমার অমুক কাজ হয়ে গেলে তবে আমি ১০ বিবিদের কাহিনী পাঠ করাবো, তখন তাকে বলা হলো, এই মান্নত পূরণ করা আবশ্যক নয়, এই কাহিনীগুলো মনগড়া, এর স্থলে কুরআন শরীফের খতম করিয়ে নিন বা কয়েকটি কুরআনী সূরা পাঠ করিয়ে নিন তখন সে বললো: আমি মান্নত করেছি, যদি পূরণ না করি তবে অন্তরের বিভিন্ন ধরনের কুমন্ত্রণা আসবে। তাদেরকে কিভাবে বুঝানো যায়?

উত্তর: শরয়ী মাসআলা হলো; যদি কোন নাজায়িয কাজের মান্নত করা হয় তবে তা পূরণ করাও নাজায়িয, তা পূরণ করবে না। (বাদাইয়িস সানাইয়ে, ৪/২২৭) অতএব "১০ বিবিদের

www.dawateislami.net

কাহিনী” শুনা বা পাঠ করার মান্নত করা হলে তবে এর স্থলে সূরা ইয়াসিন শরীফ পাঠ করাও আবশ্যক নয়। তবে হ্যাঁ! যদি কেউ এরূপ মান্নত করে যে, আমার অমুক কাজ হয়ে গেছে তো আজ ইশার নামায পড়বো না, তবে স্পষ্টতই এই মান্নত পূরণ করা তার উপর ওয়াজিব হবে না বরং এরূপ মান্নত করাও নাজায়িয হবে, কেননা এই মান্নত পূরণ করার জন্য ইশার নামায বর্জন করতে হবে, যার কারণে সে গুনাহগার হবে। যাইহোক “১০ বিবিদের কাহিনী, শাহজাদার মস্তক ও জনাবে সায়্যিদার কাহিনী” এসবই মনগড়া কাহিনী, এর শরয়ী কোন ভিত্তি নেই, তা পাঠ করার মান্নত করা নাজায়িয। যদি কিছু পাঠ করতে হয়, তবে সূরা ইয়াসিন শরীফ পাঠ করে নিন, এতেও ততটুকুই সময় লাগবে যতটুকু সেই কাহিনীগুলোতে লাগে বরং এর চেয়েও কম সময় লাগবে, অতঃপর এর বরকতও রয়েছে আর ফযীলতও। অতএব হাদীসে পাকে রয়েছে: একবার ইয়াসিন শরীফ পাঠ করাতে ১০বার কুরআনে পাক পাঠ করার সাওয়াব অর্জিত হয়। (তিরমিযী, ৪/৪০৬, হাদীস ২৮৯৬) জ্ঞানের অভাবের কারণে এই কাহিনী গুলোর রীতি চালু হয়েছে, অতঃপর তা মানসিকতায়ও অঙ্কিত হয়ে গেছে, তা মুছে ফেলা খুবই কঠিন, কিন্তু আমরা বুঝাতে

www.dawateislami.net

পারবো, লাঠি নিয়ে বাধ্য করতে পারবো না। প্রশ্নকর্তা বুঝানোর চেষ্টা করেছে, অনেক ভাল কাজ করেছে যে, বুঝিয়ে নিজের ফরয পূরণ করে নিয়েছে, এটা জরুরী নয় যে, সম্বোধিত বক্তাকে বাধ্য করেই ছাড়বে, ব্যস তার জন্য দোয়া করতে থাকুন। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৬১ পর্ব)**

স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কি স্ত্রী ঘর থেকে বাইরে যেতে পারবে?

প্রশ্ন: মহিলাদের কি নিজের স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কোথাও যাওয়া জায়িয? যদি তাদের বাধা দেয়া হয় তবে তারা বলে যে, মোহরানা ক্ষমা করে দিয়েছি, এই কারণে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই, এব্যাপারে নির্দশনা প্রদান করুন।

উত্তর: মহিলাদের (শরীয়াতের অপারগতা ব্যতীত) বিনা অনুমতিতে ঘর থেকে বের হওয়ার শরয়ীভাবে অনুমতি নেই। (আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পাশে উপবিষ্ট মুফতী সাহেব বলেন:) মহিলা সপ্তাহে একবার নিজের পিতামাতার সাথে দেখা করতে যেতে পারবে, এতে স্বামীর অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তবুও উত্তম হলো যে, স্বামীর অনুমতিতেই যাওয়া। অনুরূপভাবে মাহারিম অর্থাৎ

www.dawateislami.net

নিকটস্ত আত্মীয় যেমন; ভাই বোন ইত্যাদির সাথে বছরে একবার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত দেখা করতে যেতে পারবে, কিন্তু অনুমতি নিয়েই যাওয়া উচিৎ, যাতে ঘরের পরিবেশ ভাল থাকে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৩/৪৭৮) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৭১ পর্ব)

মহিলাদের চোখ লাফানোতে ফাল গ্রহণ করা কেমন?

প্রশ্নঃ যখন মহিলার ডান বা বাম চোখ লাফায়, তখন কি হয়?

উত্তরঃ (পুরুষ বা মহিলা যে কারো) ডান বা বাম চোখ লাফানোতে কিছুই হয়না। এটা জনসাধারণের কথা যে, বাম চোখ লাফালে অশুভ প্রথা ও মন্দ ফাল গ্রহণ করে অথচ মন্দ ফাল গ্রহণ করা নাজায়িয।[১] আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার ৯৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "অশুভ প্রথা" অধ্যয়ন করুন। এই কিতাবে এত বেশি তথ্য রয়েছে যে, তা পাঠ করার পর আপনার চোখ খুলে যাবে এবং আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে, এতদিন এই মাসআলা আমি জানতামই না।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩২ পর্ব)

১. অশুভ প্রথা গ্রহন করা হারাম এবং নেক ফাল বা শুভ প্রথা গ্রহন করা মুস্তাহাব। (হাদীকাতু নাদীয়া, ৩/১৭৫-১৭৯)

www.dawateislami.net

বর কনের সালামী নেয়ার জায়িয ও নাজায়িয অবস্থা

প্রশ্নঃ বর কনের একত্রে বসে আত্মীয়দের থেকে সালামী নেয়া কি জায়িয আর এই সময় ভিডিও এবং ছবিও তোলা হয় ও বর কনে নামুহরিম থেকেও সালামী নিয়ে থাকে?

উত্তরঃ প্রশ্নে যেই অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তা তো নাজায়িয, কেননা নামুহরিম সেখানে উপস্থিত রয়েছে আর বর কনে তাদের সাথে মিলেমিশে সালামী নিচ্ছে। কনে নামুহরিম পুরুষের সামনে অবস্থান করা আর বরের সামনে নামুহরিম মহিলা থাকা আর তারা পরস্পর লেনদেন, হাসিঠাট্টা করা, কুদৃষ্টির পরিবেশ বানানো এবং মিউজিকও চলছে তবে এরূপ পরিবেশ বানানো গুনাহ। তবে হ্যাঁ, যদি শুধু পরিবারের মুহরিম যেমন; মা বোনরা হয় আর উপহার লেনদেন হয় এবং সেখানে কোন নামুহরিম নেই আর গান বাজনা ইত্যাদিও কোন অহেতুক কার্যকলাপ হচ্ছে না তবে জায়িয। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩২ পর্ব)

নামুহরিমের হাঁচি ও সালামের উত্তর দেয়া পদ্ধতি

প্রশ্নঃ যদি কোন নামুহরিমের হাঁচি আসলো তবে কি এর উত্তর দেয়া উচিৎ। (সিয়ালকোট থেকে প্রশ্ন)

www.dawateislami.net

উত্তরঃ **বাহারে শরীয়াত** ৩য় খন্ডের ৪৭৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: মহিলার যদি হাঁচি আসে, যদি সে বৃদ্ধা হয় তবে পুরুষরা এর উত্তর দিবে, যদি যুবতী হয় তবে এমনভাবে উত্তর দিবে যেনো সে না শুনে, পুরুষের হাঁচি আসলো এবং মহিলা উত্তর দিলো, যদি যুবতী হয় তবে পুরুষ এর উত্তর নিজের মনে মনে দিবে আর বৃদ্ধা হলে উচ্চ আওয়াজে দিতে পারবে। (ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩২৬) এরই ৪৬১ পৃষ্ঠায় রয়েছে: পুরুষ ও মহিলার সাক্ষাত হলো তবে পুরুষ মহিলাকে সালাম করবে আর যদি অপরিচিতা মহিলা অর্থাৎ নামুহরিম মহিলা পুরুষকে সালাম করে এবং সে যদি বৃদ্ধা হয় তবে এমনভাবে উত্তর দিবে যে, যেনো সে শুনে আর সে যদি যুবতী হয় তবে এমনভাবে উত্তর দিবে যে, যেনো সে না শুনে। (ফতোওয়ায়ে খানিয়া, ২/৩৭৭)

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩২ পর্ব)

www.dawateislami.net

উত্তম আচরণের অধিক হকদার কে?

এক ব্যক্তি **প্রিয় নবী হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার উত্তম আচরণের অধিক হকদার কে? ইরশাদ করলেন: "তোমার মা।" সে দ্বিতীয়বার আরয করলো: এর পর কে? ইরশাদ করলেন: "তোমার মা।" তৃতীয়বার আরয করলো: এর পর কে? **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবারও এটা ইরশাদ করলেন: "তোমার মা।" সে ব্যক্তি আবার আরয করলো: এর পর কে? **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবার এটা ইরশাদ করলেন: "তোমার বাবা।"

(বুখারী, ৪/৯৩, হাদীস: ৫৯৭১)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net